গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd.

স্মারক নং: ওএম/২৯-জিএ/২০১০/৭৫১৬/৪০০- জিএ

তারিখ : ১৩/০৩/২০১৮খ্রি:

এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকার সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৪। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকল অঞ্চল, (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৫। উপ-পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকল অঞ্চল, (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৭। অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ, সকল (তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৮। জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল (তাঁর অধিনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৯। প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি স্কুল সকল, (তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১০। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল (তাঁর অধিনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১১। সিস্টেম এনালিষ্ট, ই.এম.আই.এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (মাউশির ওয়েব সাইটে পত্রটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৩। সংরক্ষণ নথি।

(মুহাম্মদ জাকির হোসেন)
সহকারী পরিচালক (সা: প্রশা:)
ফোন: ৯৫৫৬৪৩২ ।

স্মারক নং- ০৩.৮০৫.০০৩.০০.০০.০২১.২০১৮. ০৯৮৫ তারিখ: ১২ মার্চ ২০১৮

বিষয়: জাতীয় শিশু দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ই-বুক, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, মুক্তপাঠ এবং শিক্ষক বাতায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে 'কিশোর বাতায়ন' উদ্বোধন করেন। এটুআই প্রোগ্রাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যৌথভাবে শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী এই ওয়েব প্ল্যাটফর্ম 'কিশোর বাতায়ন' (www.konnect.edu.bd) নির্মাণ করে। শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় প্রান্তিক যোগ্যতা বিবেচনায় কিশোর বাতায়নের যাবতীয় উপকরণ তৈরি করা হয়। ইতোমধ্যে কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে জেলা ব্র্যান্ডিং এর উপর ভিত্তি করে আমার জেলা আমার অহংকার প্রতিযোগিতা ও ফেব্রুয়ারি ভাষার মাসকে ঘিরে বইপড়া কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে প্রতিটি শ্রেণিতেই যুক্ত হয়েছে আবশ্যিক বিষয় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারেরর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ও মতামতকে সবার সামনে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের এই দক্ষতা যাচাই ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে ঐতিহাসিক এই উত্তাল মার্চ মাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিযোগিতা বা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। 'কৈশোরে বঙ্গবন্ধু, আমার কৈশোর ও আমার স্বাধীনতা' শীর্ষক এই ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির কর্মসূচিতে প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। কর্মসূচির বিস্তারিত পরবর্তী পাতায় সংযুক্ত। এ কার্যক্রমে জেলার ICT4E শিক্ষক অ্যাম্বাসেডরদের সম্পৃক্ত করা যায়।

অতএব, আগামী ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এই কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

অধ্যাপক ফারুক আহমেদ ১২.৩.১৮
ই-লার্নিং স্পেশালিস্ট
এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ইমেইল:faruque1954@gmail.com

মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রতিযোগিতা

কৈশোরে বঙ্গবন্ধু/ আমার কৈশোর/ আমার স্বাধীনতা

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী:

ধরণ	বিবরণ
কী বিষয়ে প্রতিযোগিতা	শিক্ষার্থীরা যে কোন একটি বিষয় (যেমন: কৈশোরে বঙ্গবন্ধু বা আমার কৈশোর অথবা আমার স্বাধীনতা)- এর উপর প্রেজেন্টেশন স্লাইডের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করবে।
কারা অংশগ্রহণকারী	নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা
প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য	• নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন দক্ষতা যাচাই করা। • শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সক্ষম করা।
কী জমা দিবে, কীভাবে দিবে	পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (সর্বোচ্চ ১০টি স্লাইড); ফাইল সাইজ সর্বোচ্চ ১০ মেগাবাইট। [আপলোডের সুবিধার জন্য ফাইল সাইজ কম হওয়াই ভাল। পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল তৈরি করে কিশোর বাতায়নে আপলোড করবে। কেউ ভিডিও যুক্ত করতে চাইলে তা ইউটিউবে আপলোড করে url লিংকটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দিবে।
প্রতিযোগিতার ধরণ ও স্কুলের দায়িত্ব	প্রতিটি স্কুল বা কলেজ থেকে ন্যূনতম দশটি প্রেজেন্টেশন শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে কিশোর বাতায়নে আপলোড করতে হবে। আপলোডকৃত পেজেন্টেশনগুলোর গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে জেলা পর্যায়ে ৪০জন শিক্ষার্থীকে কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে মনোনয়ন দেয়া হবে। উক্ত ৪০ জনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা ১০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে। বিজয়ীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার ও স্বীকৃতি।
কারিকুলাম ও শ্রেণি পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা	আইসিটি আবশ্যিক বিষয়ের দক্ষতা যাচাই হবে। নবম শ্রেণির আইসিটি বইয়ে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেয়া আছে। অতএব, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি আইসিটি দক্ষতাও যাচাই হবে। শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নে এই নম্বর যুক্ত হতে পারে। আইসিটি ইন এডুকেশনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান অথবা আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন মূল্যায়ন করে নম্বর দিতে পারেন।
শিক্ষার্থীরা কিভাবে কন্টেন্ট বানাবে	শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বা শিক্ষকের পরামর্শক্রমে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবে। গুগল, ইউটিউব বা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করবে। এছাড়া মোবাইলে কোন ছবি বা ভিডিও করতে পারবে। ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তথ্যসূত্র উল্লেখ করবে।
সহায়ক বই	১) টুঙ্গিপাড়ার সেই অদম্য কিশোর, লেখক- সুব্রত বড়ুয়া; (বইটি কিশোর বাতায়নে আছে) ২) অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান; ৩) কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান
কন্টেন্ট জমাদানের শেষ তারিখ	১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ।